www.banglainternet.com

represents

JHAR ^{By} KAZI NAZRUL ISLAM

(Ageneration)

বাংলাইন্টারনেট.কম

সৃচিপত্র

উঠিয়াছে ঝড় 3 জীবনে যাহারা বাঁচিল না 22 22 আমানুল্লাহ ভোরের পাখি 22 বাংলার "আজিজ" ২৩ শাখ্-ই-নবাত্ 20 খোকার গপপ বলা 50 গদাই–এর পদবৃদ্ধি ৩১ কৰ্থ্যভাষা SC লীওয়ান-ই-হাফিজ 00 ক্ষমা করো হজরত 30 সাম্পানের গান 99 रीत ৩৮ রীফ–সর্দার 80 খালেদ 89 শরংচন্দ্র ¢8 তরুণের গান ¢٩ অনামিকা 65 জ্জীবন 65 যৌবন ৬২

राशम उर उर्लग ७२ जर्भन ७२ छाग्रहम आर्य छर्म्मत कविज ७३

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি ৭৭

উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার, ওৱে ভীরু, ওঠ, এখনি টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার ! কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম–তোরণে ঐ, ল্রকুটি–ডঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথৈ থৈ। তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল্ বিদ্যুল্লেখায়, হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশ্–মহলের দরওয়াজায় ; কাঁদিবে পূর্ব পুরালী হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম ; বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম ?

যে দেশে সূর্য ডোবে---সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়, উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আধার ভয় ! যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহীরে মহামহান, ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধুলির উর্ধ্বে গেয়েছি গান ৷ আজি সেই ফুল-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই, আমাদের ধ্যান-সুদর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি ! গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বেধে শকুন, মাংশ-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ ! নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিমাদ, উর্ধ্বে বাজ , তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ !

উঠিয়াছে ঝড়—ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ, 'আদাওত্তী'র এ দাওতে কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ ? ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে , উডুক পুডুক সে সম্বল, মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল্ ! অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মত ব্যয় যদি, উধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্বুধি !



বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান ? শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান ? এ-জীবন ফুল-অঞ্চলি সম নজ্রানা দিবি মৃত্যুরে,— জীবিতের মত ভুঞ্জি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পুরে ! চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্নী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে, মোদের তীর্থ লাগি' রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে। নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ, বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমাণ সাত স্বরগ। অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার ? মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার। রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয়—দিব সুন্দর তনু কোরবানী, রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ জীবন ফুলের ফুলদানি। তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান, অতিথিরে দিবি কীটে –খাওয়া ফুল ? লতা ছিড়ে তাজা কুসুম আন !

আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতর তাজিম করিয়া অতিথে ডাক্, বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তে দস্ত রাখ্। যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনের মৃৎপাত্র ভর্, তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্জার সাথে পাঞ্জা ধর্।

ঝঞ্জার বেগ রুধিতে নারিবে পড়-পড় ঐ গৃহ রে তোর, খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ডাঙ এ দোর ! রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধূম্রায়মান নীল গগন, ঝঞ্জা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ফীল পবন ! জীবনে যাহারা বাঁচিল না

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা মৃত্যুর পরে র'বি বেঁচে বেহেশতে গিয়ে বাদশার হালে, আছিস দিব্যি মনে এঁচে ! হাসি আর শুনি !—ওরে দুর্বল, পথিবীতে যারা বাঁচিল না, এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে— নিজেরে করিল বঞ্চনা, কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে ? ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুর পরী ? পরীর ভোগের শরীরই ওদের দেখি শুনি আর হেসে মরি ! জ্বতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে আরামসে যার কাটিল দিন, পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারী ঢাক যে চাহে বাজায় তাধিন ধিন, আপনারা সয়ে অপমান, যারা করে অপমান মানবতার, অমৃল্য প্রাণ বহিয়াই ম'লো, মণি কাণিক্য পিঠে গাধার তারা যদি মরে বেহেশতে যায়, সে বেহেশত তবে মন্ধার ঠাই, এই সব পশু রহিবে যথা, সে চিড়িয়াখানার তুলনা নাই ! খোদারে নিত্য অপমান করে করিছে খোদার অসম্মান, আমি বলি—ঐ গোরের টিবির উধ্বে তাদের নাহি স্থান !

হাসিছ বন্ধু ? হাস হাস আরো এর চেয়ে বেশি হাসি আছে, যখন দেখিবে "বেহেশ্ত্" বলে ওদেরে কোথায় আনিয়াছে !

ফেরেশতা তার দামামা বাজাবে, ভাবিতেও ছিছি লজ্জা হয় ! মেডাতেও যারা চড়িতে ডরায়, দেখিল কেবল ঘোডার ডিম, বোররাকে তারা হইবে সওয়ার,— ছটাইবে ঘোড়া ! ততঃকিম ! সকলের নীচে পিছে থেকে, মুখে পড়িল যাদের চুন কালি, তাদেরি তরে কি করে প্রতীক্ষা বেহেশত শত দীপ জ্বলি ? জীবনে যাহারা চির উপবাসী,----চুপসিয়া গেল না খেয়ে পেট, উহাদের গ্রাস কেড়ে খায় সবে, ওরা সয় মাথা করিয়া হেঁট. বেহেশতে যাবে মাদল বাজায়ে কুঁড়ের বাদশা এরাই সব ? খাইবে পোলাও কোর্মা কাবাব ! আয় কে শুনিবি কথা আজব ! পথিবীতে পিঠে সয়ে গেল সব বেহেশতে পেটে সহিলে হয় ! অত খেয়ে শেষে বাঁচিবৈ ত ওরা? ফেসে যাবে পেট সুনিশ্চয় !

বেহেশতে কেহ যায় না এদের,

এই সব গরু ছাগলে সেবিবে

এই পথিবীর মানুষের মুখে

এরা মরে হয় মামদো ভত় !

হুরী পরী আর স্বর্গদৃত ?

উঠিল না যার জীবনে জয়,

ময়লা, চড়িয়া "ধাপামেলে" ভাবে, চলিয়াছে দাৰ্জিলিঙ্গে— হাওয়া বদলাতে চড়ে রেলে ! বদলায় হাওয়া রেলেও তা চড়ে, তার পরে দেখে চোখ খুলে স্তুপ করে সব ধাপার মাঠেতে আগুন দিয়াছে মুখে তুলে ! ডুবুরি নামায়ে পেটেতে যাদের খুঁজিয়া মেলে না 'ক' অক্ষর, তারাই কি পাবে খোদরে দিদার. পুছিবে "মাআরফতি" খবর ! পশু জগতেরে সভ্য করিয়া নিজেরা আজিকে বুনো মহিষ, বুকেতে নাহিক জ্বোশ তেজ রিশ, মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ, তারাই করিবে বেহেশতে গিয়ে হুরী পরীদের সাথে প্রণয় ! হুরী ভুলাবার মতই চেহারা, গাছে গাছে ভূত আঁতকে রয় ! দেহে মনে নাই যৌবন তেজ ঘুণ ধরা বাঁশ হাডিডসার, এই সব জিরা জীর্ণেরা হবে বেহেশ্ত্-হুরীর দখ্লিকার ! নেংটি পরিয়া পরম আরামে যাহারা দিব্য দিন কাটায়, জিত্ত্রাসে যারা পায়জামা দেখে— "কি করিয়া বাবা পর ইহায় ? পরিয়া ইহারে করেছ সেলাই অথবা সেলাই করে পর?" এরাই পরিবে বাদশাহী সাজ বেহেশতে গিয়ে নবতর ?

শহরের বাসি আবর্জনা ও

তলিল পটল হয়ে ঝুনো। জগতের কোনো মানুষের কোনো মঙ্গল কভু করেনি সে, কেবলি খোদায় ডাকিত সেঁ বনে বুনো পশুদের দলে মিশে। শির্থেনিক কন্তু সভ্যতা কোনো, আদব কায়দা কোনো দেশের, বেহেশতে যাবে ভরসায় শুধু ভুলিয়া পুণ্য করিল ঢের। মরিল যখন, গেল বেহেশতে; দলে দলে এল হুর পরী. এল ফেরেশতা, বস্তা বস্তা এল ডাঁশা ডাঁশা অপ্সরী। রং বেরঙের সাজ পরা সব,— বুকে বুকে রাঙা রামধনু; লচিতে লচকি' পিড়িছে কাঁকল যৌবন থরথর তনু। সারা গায়ে যেন ফুটিয়া রয়েছে চম্পা-চামেলি-জুঁই বাগান, নয়নে সূর্মা, ঠোটে তাম্প্রল, মুখ নয় যেন আতর–দান ! যেন আধ-পাকা আঙ্গুর, করে টলমল মরি রূপ সবার, পান খেলে—দেখা যায়, গলা দিয়ে গলে গো যখন পিচ তাহার দলে দলে আসে দলমল করে তরুণী হরিণী করিণী দল, পান সাজে, খায়, ফাঁকে ফাঁকে মারে চোখা চোখা তীর চোখে কেবল

বন্ধু, একটা মজার গম্প শুনিবে ? এক যে ছিল বুনো, পুণ্য করিতে করিতে একদা তলিল পটল হযে ঝনো। বনো বেচারার ঝুনো মনও যেন উাশায়ে উঠিল এক ঠেলায় হ্যাকচ প্যাকচ করে মন তার চায় আর শুধু শ্বাস ফেলায় ! পড়িল ফাঁপরে, কেমন করিয়া করিবে আলাপ সাথে এদের ! চাহিতেই ওরা হাসিয়া লুটায়, হাসিলে কি জানি করিবে ফের ! উস্খুস, করে, চুলকায় দেহ, তাই ত, কি বলে কয় কথা, ক্রমেই তাত্রিয়া উঠিতেছে মন আর কত সয় নীরবতা ! ফস্ করে বুনো আগাইয়া গিয়া বসিল যেখানে পরীরা সব হাসে আর শুধু চোখ মারে, সাজে পান, আর করে গল্পগুচ্চব। পানের বাটাতে হঠাৎ হেঁচকা টান মেরে বলে, "বোনরে বোন্ আমারে দিস ত পানের বাটাটা, মুইও দুটো পান খাই এখন।" যত হুরী পরী অপসরীদল---বেয়াদবি দেখে চটিয়া লাল। বলে, "বেতমিজ ! কে পাঠাল তোরে, জুতা মেরে তোর তুলিব খাল ! না শিখে আদব এলি বেহেশতে কোন বন হতে রে মন্ত্শ? এই কি প্রণয় নিবেদন রীতি জংলী বাঁদর অলম্বুশ !" বলেই চালাল চটাপট জুতি ; বুনো কেঁদে কয়, "মাওইমাও আর বেহেশতে আসিব না আমি চাহিব না পান ছাড়িয়া দাও !" আসিল বেহেশত ইনচাৰ্জ ছটে বলে পরীদেরে, "করিলে কি ?

ওয়ে বেহেশতী !" পরীদল বলে, "ঐ জংলীটা? ছিছি ছিছি ! এখনি উহারে পাঠাও আবার পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক, তারপর যেন ফিরে আসে এই হুরী পরীদের স্বর্গলোক !" সকল পণ্য তপস্যা তার হইল বিফল, আসিল ফের নামিয়া ধলার পথিবীতে---হায়, দৈছিয়া দোজখে হাসে কাফের ! বন্ধ, তেমনি স্বর্গ ফেরতা ভারতীয় মোরা জ্রুলী ছাগ, পথিবীরই নহি যোগ্য, কেমনে চাহিতেই যাই ও বেহেশত বাগ ! পিশিয়া যাদেরে চরণের তলে 'দেউ' 'জিন' করে মাতামাতি, দৈত্য পায়ের পুণ্যে তারাই স্বর্গে যাবে কি রাতারাতি ? চার হাত মাটি খুঁডিয়া কবরে পুঁতিলে হবে না শাস্তি এর, পৃথিবী হইতে রসাতল পানে ধরে দিক ছুঁড়ে কেউ এদের ৷ আগাইয়া চলে নিত্য নৃতন সম্ভাবনার পথে জগৎ ধুকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই বাবা আদমের আদিম পথ ! প্রাসাদের শিরে শুল চড়াইয়া প্রতীচী বড্রে দেখায় ভয়, বিদ্যৎ ওদের গৃহ কিন্ধরী নখ-দৰ্পণে বিশ্ব বয় ? তাদের জ্ঞানের আর্শিতে দেখে গ্রহ শন্দী তারা—বিশ্বরূপ, মণ্ডুক মোরা চিনিয়াছি শুধু গণ্ডম-জল-বদ্ধ কপ !

গ্রহে গ্রহান্তে উড়িবার ওরা রচিতেছে পাখা, হেরে স্বপন, গরুর গাড়িতে চড়িয়া আমরা চলেছি পিছনে কোটি যোজন। পৃথিবী ফাডিয়া সাগর সেঁচিয়া আহরে মুক্তা–মণি ওরা উধ্বে চাহিয়া আছি হাত তুলে বলহীন মাজা-ভাঙা মোরা। মোরা মুসলিম, ভারতীয় মোরা এই সান্ত্রনা নিয়ে আছি মরে বেহেশতে যাইব বেশক জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি ! অতীতের কোন বাপ–দাদা রুবে করেছিল কোন যুদ্ধ জয়, মার খাই আর তাহারি ফখর করি হর্দম জগৎময়। তাকাইয়া আছি মৃঢ় ক্লীবদল মেহেদী আসিবে কবে কখন, মোদের বদলে লড়িবে সেই যে, আমরা ঘুমায়ে দেখি স্বপন ! যত গুঁতো খাই, বলি, "আরো আরো দাদারে আমার বড়ই সুখ ! মেরে নাও দাদা দুটোদিন আরো আসিছে মেহেদী আগস্তক !" মেহেদী আসুক না আসুক, তবে আমরা হয়েছি মেহেদী–লাল মার খেয়ে খেয়ে খুন্ ঝরে ঝরে— করেছে শত্রু হাড়ির হাল ! বিংশ শতাব্দীতে আছি বেঁচে আমরা আদিম বন-মানুষ, যরের বৌ ঝি সম ভয়ে মরি দেখি পরদেশী পর-পুরুষ !

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার স্তুপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার। মামুদ, নাদির শাহ, আব্দালী, তৈমুর এই পথ বাহি' আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন কেহ চাহিয়াছে বাদশাহী। কেহ চাহিয়াছে তথ্ত–ই–তাউস, কোহিন্র কেহ, — এসেছে কেউ খেলিতে সেরেফ্ খুশ্রোজ হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।

কাবুল–লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদেরে দেখিয়া কি-__ রহিল লজ্জা–বেদনায় হায়, বোর্কায় তাঁর মুখ ঢাকি'?

ভুলিয়া য়ূরোপ-'জোহরা'র রূপে আজিকে 'মারুত-মারুত' প্রায় কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির–কারায় ; মোদের পুণ্যে 'জোহরা'র মত সুরূপা যুরূপা দীপ্যমান উর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্ত্যে আপনার পাপে আপনি ম্লান ! পশু–পাখি আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই, মানুষে পশুতে কশাই–খানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই। দেখে খুশি হবে–এখানে ঋক্ষ শার্দুলও ভুলি' হিংসা–দ্বেষ বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি ! সিংহ–শাবক হয়েছে মেষ !

খোশ্ আম্দেদ আফ্গান-শের ! — অশ্ট-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ— সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ শরমে নোয়ায়ে শির বে–তাজ ! বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্শাহ্ ! নাই সে ভারত মানুষের দেশ ! এ শুধু পশুর কতল্গাহ্ ! দন্তে তোমার দন্ত রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত, রাপার বদলে দুপায়ে প্রভুর হাত বাধা রেখে খায় এ জাত ! পরের পায়ের পয়্জার যয়ে হেঁট হ'ল যার উচ্চ শির, কি হবে তাদের দুটো টুটো বাণী দু-কোটা অশ্রু নিয়ে, আমির !

আমানুলাহ

নয়া জমানার নও জোয়ান, বনমানুষের গুহা হতে তোরা নতুন প্রাণের বন্যা আন : যত পুরাতন সনাতন জরা---জীর্ণরে ডাঙ, ডাঙ্রে আজ ! আমরা সুজিব আমাদের মন্ত করে আমাদের নব–সমাজ। বুড়োদের মত্ত করে ত বুড়োরা বাঁচিয়াছি, মোরা সাধিনি বাদ, খাইয়া দাইয়া খোদার খাসিরা এনেছে যুক্তি যাঁড়ের নাদ্। আমাদের পথে আজ যদি ঐ পুরানো পাথর–নুড়িরা সব দাঁড়ায় আসিয়া, তিবু কি দুস্থাত জুড়িয়া করিব তাদের স্তব ? ভাঙ ভাঙ কারা রে বন্ধ হারা নব জীবনের বন্যা-চল ! ওদেরে স্বর্গে পাঠায়ে, বাজারে মর্ত্যে মোদের জয় মঙ্গল ! চিরযৌবনা এই ধরণীর গন্ধ বর্ণ রূপ ও রস আছে যতদিন চাহি না স্বৰ্গ ! চাই ধন, মান, ভাগ্য, যশ। জগতের খাস দরবারে চাই— হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত তাই প্রাণ ভবে করিব পান।

ওরে যৌবন-রাজার সেনানী

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান, মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান ! ঐ বাদশাহী তথতের নীচে দীন্-ই-ইস্লাম শরমে, হায়, এজিদ হইতে শুরু ক'রে আজে। কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়। বুকের খুশির বাদশাহ তুমি, — শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন, রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই — তাই করি বরণ। তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ্, নয় কাফের, প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি একখানি হট মন্দিরের। · 'কাবুলি'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামীর–চূড়, দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি — পিই নাই পানি সে মরুভূর !

শুধু বাদ্শাহী দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দী দেশ ফুলমালা দিয়া না করি' বরণ করিত মামুলি আর্জি পেশ। খৌশামোদ শুধু করিত হয়ত, বলিত না তারা "খোশ্–আম্দেদ্", ভাবিত ভারত 'কাবুলি'তে আর কাবুল–রাজায় নাহি ক' ভেদ।

সুলেমান–গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লম্ব্যি' ভাঞ্জি' কারা, আদি সন্ধানী যুবা আফগান, চলেছ ছুটিয়া দিশাহারা ! সুলেমান সম উড়ন্–তখ্তে চলিলে করিতে দিশ্বিজয়, কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়–ময় ! শম্নের হ'তে কম্জোর নয় শিরীন্ জবান, জান তুমি, হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ–ভূমি !

তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে ! চলৈছ, পুণ্য সঞ্চয় নাগি' বিপুল বিশ্ব কাবা হেরে। হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক ! চির-রহস্য-ধেয়ানী গো ! ওগো কবি ! তুমি দেখেছ সে কোন্ অজানা লোকের মায়া–মৃগ ? কখুন কাহার সোনার নৃপুর শুনিলে স্বপনে, জাগিয়া তায় ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তের নদী আজ পারায়ে, হায় ! তখ্তু, তোমার রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদশাহী, মুসাফির সেজে চলেছ শা'জাদা না–জানা অকূলে তরী বাহি'।

'খঞ্জর' এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ 'হেলাল' আজ, তোমারে আডাল করেনি তোমার তরবারি আর তখত তাজ।

আজ দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ চমন কান্দাহার গজনী হিরাট প্রথমান কত জালালাবাদের ফুল-বাহার ! ঐ খায়বার–পাস দিয়া শুধু আসেনি নাদির আবদালী, আসে ঐ পথে নারঙ্গী সেব আপেল আনার ডালি ডালি। আসে আঙ্গুর পেশ্তা বাদাম খোর্মা খেজুর মিঠি মেওয়া, কাবল-নদীর তীরে তীরে ফেরে জাফরান-ক্ষেতে পিয়ে মধু আমাদেরি মতো মৌ–বিলাসী গো কন্ত প্রজাপতি কত বঁধু। সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্ক–সুবাস, অধরে মদ,

দেখিয়াছি শুধু কাবুলির দেনা, কাবুলি দাওয়াই, কাবুলি হিং,---তুমি দিয়ে গেলে কাবুল–বাগের দিল–মহলের চাবির রিং !

অচেল শির্নী দিয়াছে কাবুল, জানে না ক' শুধু সুদ নেওয়া ! গাহে বুল্বুলি নার্গিস লা'লা আনার–কলির পিয়ে শহদ।...

তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিল্রুবা। তোদের চোখের যে জ্যোতি দীপ্তি রাডায় রাতের সীমা, রবির ললাট থতে মুছে নেয় গোধুলির মলিনিমা, যে-আলোক লডি' দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে, অকম্প যার শিখা সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চল-তলে, তোদের সে আলো আমার অন্দ্র-কুহেলি-মলিন চোখে লইলাম পুরি' ! জাগে "সুদর" আমার ধেয়ান-লোকে !

তোদের প্রভাতী ভিড়ে ভিড়িলাম আমি, নিলাম আশয় তোদের ক্ষণিক নীড়ে। ওরে ও নবীন যুবা ! 《

যে গান গাহিলি তোরা, তারি সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা। তোদের যে গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে, শিশু অরুণেরে কোলে ক'রে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে, গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল বালক জাগি', জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হতভাগী, শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান ! তোদের পাখার খুশি — যাহার আবেগে ছুটে আসে জেগে পুব–আঙিনায় উষী, যাহার রণনে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম–কুঁড়ি, পলাইয়া যায় গহন–গুহায় আঁধার নিশীথ–বুঁড়ি, সে খুশির ভাগ আমি লইলাম। আমনি পক্ষ মেলি' গাহিব উর্জ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলী !

ওরে ও ভোরের পাখি ! আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি'। তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃগু সুরে ধাধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পুরে। উপলে নুড়িতে চুড়ি কিঞ্চিণী বাজায়ে তোদের নদী যে গান গৃাহিয়া অক্লে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি — তারি সে গতির নূপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে, এরি তালে মম ছন্দ–হরিণী নাচিবে তমাল–ছায়ে।

ভোরের পাখি

ইন্টারনে

থাপে রেখে অসি যখন থাছিল সব মার, আলোয় তোমার উঠলো নেচে দুখারী তল্যার ! চম্কে সবাই উঠল জেগে, কলসে গেল চৌখ, নৌজোয়ানীর খুন–জোশীতে মস্ত হল সব লোক ! আধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান, তোঁমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান । বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ–শাবক দল, যাদের প্রতাপ–দাপে আজি বাঙ্লা টলমল ! এলে নিশান্–বরদার্ বীর, দুশমন পর্দার, লায়লা চিরে আনলে নাহার, রাতের তায়া–হার !

সাম্যবাদী ! নর–নারীরে করতে অভেদ জ্ঞান,

শীতের জরা দূর হয়েছে, ফুটছে বহার-গুল,

ওলশনে ওল ফুটল যখন — নাই ভুমি বুল্বুল্ !

মশাল-বাহী বিশাল পুরুষ : কোথায় তুমি আজ ?

নাই ক' সতুন, পড়ছে খসে ইসলামের অজি ছাল ;

অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষবে কে জেহাদ?

বন্দিনীদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান !

অন্ধকারে হাতড়ে মরে আন্ধ এ–সমাজ।

পোহায় নি রাত, আজান তখনো দের নি মুয়াজিন, মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন। অঘোর থুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান, সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান। ফজর বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার পের, ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহো আক্বর !" কোরান শুশু পড়ল সবাই বুঝ্লে তুমি একা, লেখারে যত ইসলামী জোশ্ তোমায় দিল দেখা।

বাংলার ''আজিজ"

যেমনি তুমি গুল্কা হলে আপনা করি' দান, শুনলে হঠাৎ — আলোর পাখি — কাজ-হারানো গান ! ফুরিয়েছে কাজ, ডাক্ছে তবু হিন্দু-মুসলমান, সবার "আজিজ", সবারপ্রিয়, আবার গাহ গনে ! আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর, হিন্দু-সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর !

শাখ্-ই-নবাত্

['শাখৃ-ই-নবাড' বুল্বুল্-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন। 'শাখ-ই-নবাডে-এর-অর্থ 'আথের শাখা']

শাখ-ই-নবাত ! শাখ-ই-নবাত ! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'। বুল্বুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুর্মা-মাখা। বুলবুল্-ই-শিরাজ্ হল গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্কুতি, আদর করে 'শাখ-ই-নবাত্' নাম দিল তাই তোমায় তৃতী। তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনী, তোমার কবির চেয়ে তোমার কবির গানে অধিক চিনি। মধুর চেয়ে মধুরতর হল তোমার বঁধুর গীতি, তোমার রস-সুধা পিয়ে, তাহার সে-গান তোমার স্মৃতি। তোমার কবির—তোমার তৃতীর ঠোট ভিজালে শহদ্ দিয়ে, নিখিল হিয়া সরস হল তোমার শিরীন সে রস পিয়ে।

....

কলপনারই রঙিন পাখায় ইরান দেশে উদ্ডে চলি, আনেক শত বছর পিছের আঁকাবাঁকা অনেক গলি— জোমার সাথে প্রথম দেখা কবির যেদিন গোধূলিতে, আঙ্কুর-ক্ষেত্তে গান ধরেছে, কুলায়-ভোলা বুলবুলিতে। দাঁড়িয়েছিলে একাকিনী 'রোক্নাবাদের নহর'-তীরে, আস্মানি নীল ফিরোজা রং ছিল তোমার তনু যিরে। রঙিন ছিল আকাশ যেন কুসুম-ভরা ডালিম-শাখা তোমার চোখের কোনায় ছিল আকাশ-ছানা কাজল আঁকা। সন্ধ্যা ছিল কলী তোমার খোপায়, বেণীর বন্ধনীতে; তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেধে বুকের ভিতে। সোনার কিরণ পড়েছিল তোমার দেহের দেউল চূড়ে, ভাশা আঙ্ব ভেবে এল মৌ-পিয়াসী ভ্রমার উড়ে।

....

তললে নয়ন এপার পানে—মেলল কি দল নার্গিস তার ? দুটি কালো কাজল আখর—আকাশ ভুবন রম্ভিন বিথার ! কালো দুটি চোখের তারা, দুটি আখর, নয় ক বেশি ; হয়ত 'প্রিয়', কিম্বা 'বঁধু'--- তারও অধিক মেশামেশি ! কি জানি কি ছিল লেখা—তরুণ ইয়ান-কবিই জানে, সাধা বাঁশি বেসুর বোলে সেদিন প্রথম কবির কানে। কবির সুখের দিনের রবি অস্ত গেল সেদিন হতে, ছিরল চাঁদের স্থপন–মায়া মনের বনের কুঞ্জপথে। হয়ত তুমি শোননি আর বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনি, স্বপন সম বিদায় তাহার স্বপন সম আগমনী। রোকনাবাদের নহর নীরের সকল লহর কবির বুকে, চেউ তোলে গো সেদিন হতে রাত্রি দিবা গভীর দুখে। সেই যে দুটি কাজল হরফ দুটি কালো আঁখির পাতে, তাই নিয়ে সে গান রচে তার ; সুরের নেশায় বিশ্ব মাতে ! অরুণ আঁখি তন্দী সাকি পাত্র এবং শারাব ভুলে, চেয়ে থাকে কবির মুখে করুণ তাহার নয়ন তুলে। শারার হাতে সাকির কোলে শিরাজ কবির রঙিন নেশা যায় গো টুটি ক্ষণে ক্ষণে— মদ মনে হয় অশ্রু মেশা। অধর-কৌণে হাসির ফালি ঈদের পহিল চাঁদের মত-উঠেই ডুবে যায় নিমেশ্বে, সুর যেন তার হদয়-ক্ষত। এপারে ঘুরে কবির সে গান ফুলের বাসে দখিন হাওয়ায় কেনে ফিরেছিল কি গো তোমার কাঁনন-কুঞ্জ ছায়ায়? যার তরে সে গান রচিল, তারি শোনা রইন বাকি? শুনল শুধু নিমেষ–সুখের শারাব–সাধী বে–দিল সাকি ?

তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুল্দানিতে, লহর বয়ে গেল সুখে রোক্নাবাদের নীল পানিতে। চাঁদ তখনো লুকিয়ে ছিল তোমার চিবুক গালের টোলে, অন্ত-রবির লাগ্ল গো রঙ্জ শূন্য তোমার সিথির কোলে। ওপারেতে একলা তুমি নহর–তীরে লহর তোল, এপারেতে বাজল বাঁশি,"এসেছি গো নয়ন খোল !"

> থুমায় হাফিজ 'হাফেজিয়া'য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে, দীওয়ানার সে দীওয়ান-গীতি এক্লা জাগে কবর-ধারে। তেমনি আজো আঙুর ফেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা, তুতীর ঠোটে মিষ্টি ঠেকে তেম্নি আজো চিনির সিরা। তেম্নি আজো জাগে সাকি পাত্র হাতে পান্শালাতে— তেম্নি করে সুর্মা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে। তেম্নি যখন গুল্জার হয় শারাব-খানা, 'মুশায়েরা', মনে পড়ে রোক্নাবাদের কুটির তোমার পাহাড়-ঘেরা। গোধূলি সে লণ্ণু আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম-ফুলী, ইবান মুলুক বিরান ঠেকে, নাই সেই গান, সেই বুলবুলি। হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজো যেন সন্ধ্যা প্রভাত— "কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ-ই-নবাত্ !" দন্তে কেটে খেজুর-মেতী আপেল-শাখ্যয় অঙ্গ রেখে হয়ত আজো দাঁড়াও এসে পেশোয়াজে নীল আকাশ মেথে,

শাখ-ই-নবাত ! শাখ-ই-নবাত ! পায়নি তৃতী তোমার শাখা, উধাও হল তাইতে গো তার উদাস বাণী হতাশ–মাখা। অনেক সাকির আঁখির লেখা, অনেক শারাব পাত্র-ভরা, অনেক লালা নাগিঁস গুল বুল্বুলিস্তান গোলাব–ঝোরা–– ব্যর্থ হল, মিটল না গো শিরাজ কবির বুকের তৃষা, হয়ত আখের শাখায় ছিল সুধার সাথে বিষও মিশা। নৈলে এ গান গাইত কে আর, বইত না এ সুরধুনী; তোমার হয়ে আমরা নিখিল বিরহীরা সে গান শুনি। আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি, শিরাজ-কবির সাকির শারাব রঙিন হল তাই নিঙাডি। তোমায় আড়াল করার ছলে সাকির লাগি যে গান রচে, তাতেই তোমায় পড়ায় মনে, শুনে সাকি অন্ধ্রু মোছে ! তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসিব ভালো, হায় ইরানি ! শূনলে না কো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী। তোমার কবির রচা গানে মোদের প্রিয়ার মান ভাঙাতে তোমার কথা পড়ে মনে, অন্দ্র ঘনায় নয়ন-পাত্তে !

শহদ্ = মধু। মুশায়েরা = কবি = চত্রু। হাফেল্রিয়া = কবি হাফিজের সমাধিস্থল। রোকুনাবাদ = এরই নহর–তীরে কবির কুটির ছিল। বিরান = মরুত্মি।

অসীম যেন জিজ্ঞাসা ঐ ইরান-মরুর মরীচিকা, জ্বালনি কি শিরাজ-কবির লোকে তোমার প্রদীপ–শিখা ? বিদায় যেদিন নিল কবি শূন্য শারাব পাত্র করে, নিঙ্গড়ে অধর দাওনি সুধা তৃষিত কবির তৃষ্ণা হরে ! পাঁচ শ বছর খুঁজেছে গো, তেমনি আজো খুঁজে ফিরে কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর-তীরে !

শারাব–খানায় গজল শোন তোমার কবির বন্দনা–গান ; তেমনি করে সূর্য ডোবে, নহর–নীরে বহে তুফান। অথবা তা শোন না গো, শুনিবে না কোনো কালেই ; জীবনে যে এল না তা কোনো লোকের কোথাও সে নেই !

> মা সে হেসে তখন বলেন, 'উহুঁ, গান না, তুমি গপ্প বল খোকন !' ন্যাংটা শ্রীযুত খোকন তখন জোর গম্ভীর চালে সটান কেদারাতে শুয়ে বলেন, 'সত্যিকালে এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানী, হাঁ মা আমি জানি. মায়ে পোয়ে থাকত তারা, ঠিক যেন ঐ গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা ! একদিন না রাজা ---ফডিং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা ! রাণী গেলেন তুল্তে কল্মী শাক বাজিয়ে বগল টাক ভুমাভুম টাক্ ! রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে হাতির মতন একটা বেরাল-বাচ্চা শিকার করে'। এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ ! রাজবাড়িতে আগোড় দেওয়া, রানী কোথায় গাপ ! দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সত্রটার সে সময় ! বলু তামা-মণি তুমি, ক্ষিদে কি তায় কম্ হয় ? টাটি–দেওয়া রাজনাডিতে ওগো, পাস্তাভাত কে বেড়ে দেবে ? ক্ষিদের জ্বালায় ভোগো !

খোকার গপপ বলা

মা ডেকে কন, 'খোকন--মণি ! গপ্প তুমি জান ? কও তো দেখি বাপ।'

কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ

বললে খ্যোকন, 'গপ্প জানি, জানি আমি গানও !'

ব'লেই ফুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল ---

'একদা এক হাড়ের গলায় বাগ ফুটিয়াছিল !'

দুইটি কানে ধরে থৌকার চড় কসালেন পটাম্। বলেন, 'হাঁদা ! ক্যাব্লাকাস্ত ! চাষাড়ে। গপ্প করতে ঠাই পাওনি চণ্ডুখুরী আষাঢ়ে ? দেবো নাকি ঠাাল্টা ধরে আছাড়ে ? কাঁদেন আবার ! মার্বো এমন থাপড়, যে, কেঁদে তোমার পেটটি হবে কামারশালার হাপর !' চড় চাপড় আর কিলে, ভ্যাবাচ্যাকা থোকামণির চম্কে গেল পিলে ! সেনিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা, খানিক কিন্তু ভেড়ার জাঁ। ডাক শুনেছিলুম তোফা !

ভুলুর মতন দত খিচিয়ে বলেন তখন রাজা, নাদনা দিয়ে জরুর রানীর ভাঙা চাই-ই মাজা। এমন সময় দেখেন রাজা আস্চে রানী দৌড়ে সারকুড় হ'তে ক্যাক্ড়া ধ'রে রাম-ছাগলে চ'ড়ে। দেখেই রাজা দাদার মতন খিচ্মিচিয়ে উ'ঠে ---'হারে পুঁটে।'

ব'লেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান

পা বেড়ে যায় গড়পড়তায় দুচারখান করে। বৌ শোনে না মানা — হন্যে হয়ে কন্যে আনে, মা ষষ্ঠীর ছানা। মানুষ থেকে চার পেয়ে জীব, শেষ ছ' পেয়ে মাছি, তারপর আট পেয়ে পিপড়ে, গদাই বলে গেছি ! কেন্নোর প্রায় গদাই ছুলেই এখন জড়সড়, জবড়জঙ্গ সদাই বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঞ্চারীর তরে ? দুপেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে॥

ছোট বড় চারখানা পা, ঠিক যেন ক্যাঙ্গারু ! ঘরে এলে জরু দেখলে গদাই, মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু ! দড়বড়াতো 'রেসের ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে ৷৷

তার পা দুখানা মোটা, বৌ'র দুখানা সরু,

অফিসে পদ বৃদ্ধি হয় না, ঘরে ফি বছরে

কুম্মণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥ আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত হালকা দু'খান পা দিয়ে সে নাচ্ত, কুঁন্ত ছুড়ত॥ বিয়ে করে গদাই দেখলে সে আর উড়তে নারে, ভারি ঠেকে সব ই। এ্যাডিশনাল দু'খান ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে।

গদাই-এর পদ বৃদ্ধি •

দুপেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।

শেষকালে !

কেশ–জালে

কেন খুলে দিয়ে বেণী 'বিছেদ'-ফণী ছেড়ে দিলে গ্রিয়া

রাত বাণী ! মম+ময়ূরী লাগি 'বিরহ'-ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো

তৰ মৰ্মার–মোড়া মৰ্মে কি দিল ব্যথা আঁকি কোনো।

নম অগ্নি-বন্ধী 'আহা' শ্বাস আর একা-রাত্তে জাগা কাতরানি।

তাই সুধা আর সীধু ফেটে পড়ে শুধু কবিতাতে আর মোর গানে।

'কোর আনে',

কেঁদে কেঁদে। মম ঠোটো ও গো বধু 'আয়েত' –মধু যে ঢালে তব মুখ

শিষ্য কি ? জ্ঞান বোঝে যদি কেন বাঁধি হৃদি প্রিয়া–কুন্তল–ফাঁদে সেধে সেধে,

যত জ্ঞানী পীর ঐ জিঞ্জির লাগি, দিওয়ানা হবে গো

'কাবা শরিফের ' পানে করি ফের মুখ কোন বলে আমি কও সখি. পীর শারাবের পথ-মদূরত ঘবে, আন-পথে যাবে

আমি জন্মিলে।

সখি মাফ চাই, বিধি এই রায় ভালো লিখেছিলে

পথ-বালা! আমি মুসাফির যন্ত শারাবির ঐ থারাবির পথ-মঞ্জিলে,

নেবে কোন পথ এবে পথ-রথ ওগো সুহৃদ সখি

ত্যক্তি মসজিদ কাল মূর্শিদ মম আস্তানা নিল মদৃশালা,

কর্থ্যভাষা কইতে নারি শর্দ্ধ কথা ভিন্ন। নেড়ায় আমি নিন্দ বলি (কারণ) ষ্টেড়ায় বলি ছিন্ন॥ গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোর্স্বামী। বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি ৷৷ চাযায় আমি চশশ বলি, আশায় বলি অশ্ব। কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য ৷৷ শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম। পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য। পুকুরকে কই প্রুব্ধরিণী, কুকুরকে কই ক্রুক্তু। বদনকে কই বদ্না, আর গাড়ুকে গুড়ুরু॥ চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল। শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কালা শ্বশুরকে কই শ্বশু, আর দাদাকে কই দদ্রু। বামারে কই বন্দ্রু, আর কাদারে কই কদ্রু॥ আরো অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিন্ট। ভেবেছে সব শিখে নেবে, বলছি নে আর কিন্তু॥

কৰ্থভোষা

ক্ষমা করো হজরত ! !

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত্। ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ ক্ষমা করো হজরত্।।

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কডু এই ধরণীর ধন সম্ভার সকলের তাহে সম অধিকার তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ। ক্ষমা করো হজরত্যা

তোমার ধর্মে অবিম্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই দিয়ে নিজ ঘরে। ভিন্–ধর্মীর পূজা মন্দির ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর, আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর–মত্ ক্ষমা করো হজরত।।

তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি, তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী, মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা সার্ করিয়াছি ধর্মান্ধতা, বেহেশ্ত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত্। ক্ষমা করো হজরত।।

তব এলোচুলে বায়ু গেল বুলে মম আলো নিভে গেল আঁথিয়ারে,

ঐ কালোকেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে , ফিরি কাঁদিয়ারে ;

মোর বুক ফাটা 'উহু–চিংকার–বাণ চল্কর মারে নভ চিরে, দেখো হুশিয়ার মম প্রিয়তম, তীর–বাজ পাখি উড়ে তব শিরে !

মোর জ্ঞানী পীর আজ খারাবির পথে, এস মেরে সাথী পথ-বালা,

ঐ হাফিজের মত্ত আমাদেরো পথ প্রেম–শিরাজীরই মন্দশালা।

তোর কি দুঃখ ভাই ছাপাইতে চাস বাওটারে রাঙ্গাইয়া, এবার পরান ভইব্যা কাঁইদ্যা নে ভাই অগাধ জ্বলে আইয়া, ও ভাই তোর কাঁদনে উইঠা আসুক রে ঐ নদীর থনে বালুর চর॥

কি হইব লাল বাওটা তুইল্যা সাম্পানের উপর। তোর বাওটায় যত লাগব হাওয়া রে ও ভাই ঘর হইব তোর ততই পর॥

তুই কুলে যাহার কুল না পেলি তারে অগাধ জলে কেন খুঁইজা মরিস্ ওর পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে, ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে তোর হেথায় মনের মানুষ নাই॥

তোর চোথের জল ভাই ছাপাইতে চাস্ নদীর জলে আইসা, শেষে নদীই আইল চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভাইসা, ও তুই কলস দেইখা নাম্লি জলে রে এখন ডুইবা দেখিস্ কলস নাই॥

তোর ঘরের রশি ছিইরা রে গেল ঘাটের কড়ি নাই, তুই মাঝ দরিয়ায় ভাইসা চলিস সাম্পান ভাসাই'। ও ভাই দরিয়ায় আয়ে জোয়ার ভাটিরে তোর ঐ চক্ষের পানি চাই॥

ওরে মাঝি ভাই। ওরে সাম্পানওয়ালা ভাই। তুই কি দুখ পাইয়া কূল হারাইলি অকূল দরিয়ায়॥

সাম্পানের গান (পর্ববঙ্গের ভাটিয়াল সুরে)

> চট্টগ্রাম, জানুয়ারি, ১৯২৯

দীয়া — প্রদীপ

আমি সেই দেশে যাই চলে। আমি সেই দেশে যাই চলে॥

যে দেশ তোমার ঘরে রে বন্ধু সে দেশ থনে আইসা আমার দুখের সাম্পান ছাইরা দিছি চলতেছে সে ভাইসা, এখন যে দেশে নাই তুমি বন্ধু গো

আমি তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি' যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইলাম বিবাগী। আমি বুকের তলায় রাখছি তোমায় গো পইর্যা শুকাইছিনা গলে॥

তোমায় কুলে তুইলা বন্ধু আমি নাম্ছি জলে। আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে।৷

তুই কিসের আশায় দিবিরে ভাই কূলের পানে পাড়ি; তোর দীয়া সেথা না জ্বলে ভাই আঁধার দে ঘরবাড়ি; তুই জীবন কূলে পেলিনা তায় রে এবার মরণ জ্বলে তালাস কর্।।

পাছৰৈ বেছৰে মা-ব্যোগ ছোট বেনেটি লক্ষ্মী ভো 'জটায় পক্ষী' ! য্যাব্বড তিন ছত্র পেয়েছি তোর পত্র। ল্যাচ্র রীর্বা নী ইন্দী তাইতে কি বেনে রাগে ? হচ্চে যে তোর কন্থ বৃঝতেছি খুব পষ্ট। তীইতে সদ্য সদ্য লিখতেছি এই পদ্য। দেখলি কি তোৱা ভাগ্যি ! থামবে এবার রাগ কি ? এবার হ'তে দিব্যি এমনি ক'রে লিখবি ! বুঝলি কি রে দুষ্টু কি যে হলুম তুষ্টু পেয়ে তেরি ঐ পত্র— যদিও তিন ছত্র ! যদিও তোর অক্ষর হাত পা যেন যক্ষর, পেটটা কাকর চিপসে, থিঠটে কারুর টিপসে, ঠ্যাংটা কারুর লম্বা, কেউ বা দেখতে রম্ভা ! কেই যেন ঠিক থাম্পা, কেউ বা ডাকেন হাম্বা ! থৃতনে৷ কারুর উচ্চে, কেন্ট বা বালেন পুচ্ছে !

हीर्व

i एस :-- " এই পথটা ক:-টারা

এক একটা যা বানান হা করে কি জানান ! কারুর গা ঠিক উচ্ছের, লিখলি এমনি গুচ্চের ! না বোন, লক্ষ্মী, ব্ৰুছ ? করব ন। আর কচ্ছে। ! নৈলে দিয়ে লম্ফ আনবি ভূমিকম্প ! কে বলে যে তুচ্ছ ! ত্র যে আঙুর উন্দ । শিখিয়ে দিল কোন বি নামটি যে তেরে জাঁটি ? লিখনে এবরে লক্ষ্মী নাম জটায় প্ৰক্ষী !' শীগগির আমি যাচ্চি, তুই বুলি আর আচ্ছি রাখবি শিখে সব গান নয় ঠেঙিয়ে — অজ্ঞান ! এখনো কি আচ্ছ খাচ্চে ছবে খাপচু? ভাঙেনি বৌদির ঠ্যাংটা। রাখালু কি ন্যাংটা ? বলিস তাকে, রাখালী ! সুখে রাখুন মা কালী ! বৌদিরে ক'স দোত্তি ধরবে এবার সত্যি। গপাস ক'রে গিলবে য্যাব্বড দাত হিলবে মা মাসিমায় পেল্লাম এখান হ'তেই করলাম ! সেহাশিস এক বস্তা, পাঠাই, তোরা ল'স তা ! সাঙ্গ পদ্য সবিটা গ ইতি। তোদের কবি-সা।

বার নহে তারা খৃণ্য ব্যাধ বর্বর তারা নর-ঘাতক। হে মরু–কেশরী আফ্রিকার ! কেশরীর সাথে হয় নি রণ, তোমারে বন্দী করেছে আজ সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।

সম্মুখে রাখি মায়া–মৃগ পশ্চাৎ হ'তে হানে শায়ক– বীর নহে তা'রা ঘৃণ্য ব্যাধ বর্বর তারা নন–ঘাতক।

মোরা জানি আরা জানে জগৎ শত্রু তোমারে করে নি জয়, পাপ অন্যায় কপট ছল . হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয় !

তব অপমানে, বন্দী-রাজ, লজ্জিত সারা নর–সমাজ, কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

তোমার পরশে হ'ল মলিন কোন্ সে দ্বীপের দীপালি–রাত, বন্দিছে পদ সিন্ধুজল, উধের্ব শ্বসিছে ঝঞ্চাবাত।

তোমারে আমরা ভূলেছি আজ, হে নবযুগের নেপোলিয়ন, কোন সাগরেয় কোন সে পার নিবু–নিবু আজ তব জীবন।

৪ ° রীফ-সর্দার কামানের চাকা যথা অচল রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়, এরাই য়ুরোপী বীরের জাত শুনে লঙ্জাও লঙ্জা পায় !

তুমি দেখাইলে আজও ধরায় শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই, আজও আসে হেথা বীর মানব, ইবনে-করিম কামাল-ভাই।

আজও আসে হেতাই ইব্নে–সৌদ্, আমানুল্লাহ, পহ্লবী, আজও আসে হেতা আল্তরাশ, আসে সনৌসী–লাখ রবি।

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ী গাঁয় থাকে না ক' শুধু পাহাড়ী মেষ পাহাড়েও হাসে তরুলতা পাহাডের মত অটল দেশ।

থাকে না ক' সেথা শুধু পাথর, সেথা থাকে বীর শ্রেষ্ঠ নর, সেথা বন্দরে বানিয়া নাই সেথা বন্দরে নাই বাঁদর !

শির–দার তুমি ছিলে রীফের, পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ, মামুলি সেনার সাথে সমান করেছ সেনানী কুচকাওয়াজ ! শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ, শাহী তথ্ত ছিল গিরি-পাষাণ, রণভূমে ছিলে রণোন্যাদ, দেশে ছিলে দোস্ত মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত নাচিতে লাঁগিল তাথৈ থৈ, আসমান হ'তে রীফ-বাসীর শিরে ছড়াইল আগুন-খৈ, কচি বাচ্চারে নারীদেরে মারিল বক্ষে বিধে সঙীন. যুদ্ধে আহত কদীরে খুন ক'রে যার হাত রঙিন, হয়েছে বন্দী তা'রা যখন– (ওদের ভাষায়-হে "বর্বর" !) করিয়াছ ক্ষমা তাহাদেরে, তাহাদের করে রেখেছ কর। ্ওগো বীর ! বীর বন্দীদের, করনি ক' তুমি অসম্মান, তাদের নারী ও শিশুদের দিয়েছ ফিরায়ে — হরনি প্রাণ। তুমি সভ্যতা-গর্বীদের মিটাও নি শুধু যুদ্ধ-সাধ, তাদেরে শিখালে মানবতা, বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ। : **)***: বীরেরে আমরা করি সালাম, শ্ৰন্ধায় চুমি দস্ত দারাজ, তোমারে সারিয়া কেন যেন কেবলি অন্দ্র ঝরিছে আজ। তব পতনের কথা করুণ পড়িতেছে মনে একে একৈ, তব মহত্ব তুমি নিজে মানুষের বুকে গেলে লেখে।

মাসতুত্ত ভাই চোরে চোরে ---ফ্রান্স স্পেন করি' আতাত্ হায়ে লাঞ্ছিত বারম্বার হায়ওয়ান্ সাথে মিলাল হাত।

শয়তানী ছল ফেরেব–বাজ ভুলাল দেশ–দ্রোহীর মন, অর্থ তাদের করিল জয় অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

ম্বদেশবাসীদের কহ ডাকি' অশ্রদ–সিক্ত নয়নে, হায় — "ভাঙে নাই বাহু, ভেঙেছে মন, বিদায় বন্ধু, চির–বিদায় !"

বলিলে, "স্বদেশ ! রীফ–শরীফ ! পরানের চেয়ে প্রিয় আমার ! তুমি চেয়েছিলে মা আমায়, সন্তান তব চাহে না আর !

"মাগো তোরে আমি ভালবাসি, ভালবাসি মা তারও চেয়ে — মোর চেয়ে প্রিয় রীফ–বাসী তোর এ পাহাড়ী ছেলেমেয়ে !

"মা গো আজ তারা বোঝে যদি, করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের, আমি চলিলাম, দেখিস, তুই, তারা যেন হয় আজাদ ফের !"

দেশবাসী–তরে, মহাপ্রেমিক, আপনারে বলি দিলে তুমি, ধন্য হইল বেড়ী–শিকল তোমার দস্ত–পদ চুমি'। আজিকে তোমায় বুকে ধরি' ধন্য হইল সাগর–দ্বীপ, ধন্য হইল কারা–প্রাচীর, ধন্য হইনু বদ–নসীব।

কাঠ–মোল্লার মৌলবীর যুজ্দানে ইস্লাম কয়েদ, আজও ইসলাম আছে বেঁচে তোমাদেরি বরে, মোজাদ্দেদ্ !

বদ্–কিস্মত শুধু রীফের নহে বীর, ইসলাম–জাহান তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ, নিখিল গাহিছে তোমার গান।

হে শাহান্শাহ্ বন্দীদের ! লাঞ্চিত যুগে যুগাবতার ! তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ হ'ল গো কারার অন্ধকার !

তোমার পূন্যে ধন্য আজ মর়-আফ্রিকা মূর-আরব, ধন্য হইল মুসলমান, অধীন বিশ্ব করে স্তব।

জানি না আজিকে কোথা তুমি, নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক। আছে "দীন", নাই সিপা"-সালার, আছে শাহী তথ্ত, নাই মালিক।

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর, নাই স্মরণের সে অধিকার, কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়, কে গাহিবে গান বন্দনার ! আজিকে জীবন-"ফোরাত"-তীর এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ, শিরে দুর্দিন-রবি প্রখর, পদতলে বালু ফোটায় খই।

জয়নাল সম মোরা সবাই শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ, আফসোস্ করি কাঁদি শুধু, দুশ্মন্ করে লুট্তরাজ !

আব্বাস সম তুমি হে বীর গেণ্ডুয়া খেলি' অরি–শিরে পহুঁছিলে একা ফোরাত–তীর, ভরিলে মশক প্রাণ–নীরে।

তুমি এলে, সাথে এল না দস্ত, করিল শত্রু বাজু শহীদ, তব হাত হ'তে আব–হায়াত লুটে নিল ইউরোপ–এজিদ।

কাঁদিতেছি মোরা তাই শুধুই দুর্ভাগ্যের তীরে বসি', আকাশে মোদের ওঠে কেবল মোহর্রমের লাল শশী !

এরি মাঝে কভু হেরি স্বপন — ঐ বুঝি আসে খুশির ঈদ, শহদি হ'তে ত পারি না কেউ — দেখি কে কোথায় হ'ল শহীদ !

ক্ষমিও বন্ধু, তিব জাতের অক্ষমতার এ অপরাধ, তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত, ওগো মগ্রেবী ঈদের চাঁদ ! এ গ্লানি লজ্জা পরাজয়ের নহে বীর, নহে তব তরে ! তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ তব সাথে তব কারা–ঘরে।

বন্দী আজিকে নহ তুমি, বন্দী — দেশের অবিশ্বাস ! আসিছে ডাঙিয়া কারা–দুয়ার সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ !

বাংলাইন্টা

খালেদ

খালেদ ! খালেদ ! শুনিতেছ না কি সাহারার অ্বাহা–জারি ? কত "ওয়েসিস্" রচিল তাহার মরু-নয়নের বার্ষি। মরীচিকা তার সন্ধানী–আলো দিকে দিকে ফেরে খুজি' কোন্ নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি ! বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে 'লু', তব তিরে হায় ! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশ্ক-বু ! খর্জুর–বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা, তোমার আশায় বেদুইন–বালা আজিও রাখিছে রোজা। "মোতাকারিব্"–এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে, দু'চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মত জ্বলে। "খালেদ ! খালেদ !" পথ–মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে, "বণিকের বোঝা বহা ত মোদের চিরকেলে পেশা নহে !" "সুতুর–বানের" বাঁশি গুনে উট উল্লাস–ভরে নাচে, ভাবি, নকীবের বাঁশরির পিছে রণ-দামামাও আছে। নুক্ষ এ পিঠ খাড়া হ'তে তার সুওয়ারের নাড়া পেয়ে, তলওয়ার তীর গোর্জ নেজায় পিট যেত তার ছেয়ে। খুন দেখিয়াছে, তৃণ বহিয়াছে, নুন বহেনি ক' কভু ! খালেদ ! তোমার সুঁকুর-বাহিনী — সদাগর তার প্রঁভু !

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি, দুশ্মন্–খুনে লাল হ'য়ে ওঠে খালেদী আমামা একি ! খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিৰে না কি ও হাজার বছরী ঘুম ? মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজ্লুম ! — শহীদ হয়েছ ? ওফাত হয়েছে ? ঝুটবাত ! আল্বৎ ! খালেদের জান্ কবজ্ করিবে ঐ মালেকুল্-মৌৎ ?

ওয়েসিস্—মরুদ্যান। মেশুক-বু—মুগনাডি-গন্ধ। সুতুরবান—উষ্টচালক। গ্যেঞ্জি—গদা। নেজা—হর। মেতাকারিব— আরবি ছন্দের নাম। আমামা—শিরস্তাণ। মাজার-কবর। মজলুম—উৎপীয়ক: ওফাৎ-মৃত্যু। মালেকুল-মৌং—মমরাজ, আজরাইল। জালিম—অত্যাচারী।

যত সে জালিম রাজা–বাদশারে মাটিতে করেছ গুম তাহাদেরি সেই থাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্ম্র্য বাহিরিয়া এস, হে রণ–ইমাম, জমায়েত আজ ভারি ! আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি ! আব–জমজম উথলি' উঠিছে তোমার ওজুর তরে, সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে ! খালেদ ! খালেদ ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে, আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি গুধু বৃথা তহুরিমা বেঁধে ! এবে কাফনের খেল্কা পরিয়া চলিয়াছি বেলা-শেষে, মগ্রেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে ! খালেদ ! খালেদ ! সত্য বলিব, ঢাকব না আজ কিছু, সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু ? তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা, মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা ! হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়ৈছি আখেরি গোরস্থানে, মগ্রেব–বাদে এশার নামাজ পাব কিনা কে সে জ্বানে ! খালেদ ! খালেদ ! বিবস্ত্র মোরা পড়েছি কাফন শেষে, হাথিয়ার–হারা, দাঁড়ায়েছি তাই তহরিমা বেঁধে এসে !

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর,

চারিটি জিনিষ চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের, আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের–মারা শমশের !

দিন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার কদমে শির !

আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে, র্ঝুটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ী ধরে যেন বাঘে ! মালেকুল্–মৌত্ করিবে কব্জ্ রুহ্ সেই খালেদের ? — হাজার হাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘ্রমায় শের !

খালেদ ! খালেদ ! ফন্ধর হ'ল যে, আজ্ঞান দিতেছে, কৌম,

ঐ শোন শোন — "আস্সালাতু খায়ুর্ মিনালৌম্ !"

বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,

রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে ! দুর্বল নরনারী

জালিম পারসি রোমক রাজার জুলুমে সে শৃত শত

কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতল-গাহেতে তারি !

উৎপীড়িতের লোনা আঁসু –জলে গ'লে গেল কত কাবা, কত উজ তাতে ভূবে ম'ল হায় ; কত নৃহ হ'ল তাবা !

সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত কোথায় আছিল বসি ?

মালেকুল-মৌত সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফরমান ! ---

কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি

বেছে বেছে ঐ 'সঙ্গ-দিল'দের কবজ করেনি জান ?

মক্কার হাতে চাঁদ এলো যবে তকদিরে আফতার

শুক্নো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল

কল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামী খাব,

ভার্বিছে কেমনে খুলিবে আরব দিন দুনিয়ার খিল, —

এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতৈ হাথিয়ার,

কবজা তাহার সবজা হয়েছে তল্ওয়ার–মুঠ ড'লে,

দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজলা ফোরাত পড়িছে গ'লে !

তীর খেয়ে তার আসমান–মুখে তারা–রূপে ফেনা ওঠে ;

খর্জুর–শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উচা উষ্ণ্রীষ তার !

বাজুতে তাহার বাঁধা কোর–আন, বুকে দুর্মদ বেগ,

আলবোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারু তেগ !

দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে ভেঙে,

ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে পারস্য-রাজ নীল হয়ে ঢলে পড়ে সাকি-পাশে !

রোম-সম্রাট শারাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,

ইস্তাম্থ্রলী বাদশার যত নজ্জম আয়ু মাপে ! মজলুম যত মোনাজাত কারে কেঁদে কয় "এয় খোদা,

ভাস্কর-সম যেদিকে তাকায় সেইদিক ওঠে রেঙে !

খালেদের বাজু শমশের রেখো সহি-সালামতে সদা !"

নেজার ফলক উল্ফার সম উগ্রগতিতে ছোটে,

কৌম—জাতি। আস্সালাতু খায়র্মিনাপ্লৌম্—নিজা অপেক্ষা উপাসনা উত্তম। তহরিম্য—নামাডে নাড়াইয়া নাডির উপরে হাত রাখা। কাফন—শব্যচ্ছাদন-বল্ড। তয়ন্দুম—পানির অভাবে মাটি হারা এজ করা। কদম-পা।

আসু---অন্দ্র। সন্ত্র-দিল---পায়াণ-প্রাণ। তারা-বিধ্বস্থ। কত্লগাহ্--বধ্যভূমি। কুল-মথ্লুক--সারা সৃষ্টি। খাব—স্বপুনি খবুজ—রুটি। দারাজ-দিল—উন্নতমনা। আলবোর্ড্রে—পারস্টের একটি পর্বত। মহি-সালমেত—নিরাপন। শরাবের জাম—মদের পিয়ালা। নক্ষম–জ্যোতিষী। আজাজিল—শায়তান।

বে-দেরেগ—নির্মায়। ফরমান—আদেশ। নফসি নফসি—তাহি ত্রাহি। তাজিম—সম্মান। জেওর— অলম্বার। ডেবা—বাসস্থান। বুসা–চুমুন। সিন্ধান—প্রণতি।

খিলাফত তুমি চাওনি ক' কডু, চাহিলে — আমরা জানি, — তোমার হাতের বে–দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি' ! উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান, — সিপাহ–সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান, আমার আদেশ—খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না. সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা।" ঝর জলপাই-পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সান্দ, দিল ফরমান, নফসি নফসি জপে, গণে পরমাদ ! খালেদ ! খালেদ ! তান্ডিমের সাথে ফরমান প'ড়ে চুমি' সিপা'–সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি। , শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজ্ঞালা করি একে একে সব রেখে দিলে তুমি সাদের চরণ পরি ! বলিলে, "আমি ত সেনাপতি হ'তে আসিনি, ইব্নে সা'দ, সত্যের তরে হইব শহীদ, এই জীবনের সাধ ! উমরের নয়, এ যে খলিফার ফর্মান, ছি ছি আমি লন্ধিয়া তাহা রোজ-কিয়ামতে হ'ব যশ-বদনামী ?" মার-মুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে, কুর্নিশ করি' সা'দেরে, মামুলি সেনাবাসে ভিরা নিলে ! সেনাদের চোখে আঁসু ধরে না ক', হেসে কেঁদে তারা বলে, — "খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে !" মক্কায় যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া ছুটে, একি রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে ! "খালেদ ! খালেদ !" ডাকে আর কাঁদের উমর পার্গল–প্রায় বলে, 'সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয় ! তখতের পর তথত যখন তোমার তেগের আগে ভাঙিতে লাগিলে, হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে, — ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ–আরব–বাসী সিজ্দা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী ! পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের, আজ হতে তুমি সিপাহ-সালার ইসলাম জগতের !"

মুনাজাত—গ্রার্থনা। হান্ফী ওহবী লা–মজহাবী—মুসলমানদের বিভিন্ন উপ–সম্প্রদায়। পয়জারু

খালেদ ! খালেদ ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী, হিন্দু না মোরা মুস্লিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি ! সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই, — না, না, ব'সে ব'সে শুধু মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা–সাহারা ধূ ধূ ! দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি', সিজদা করিতে "বাবা গো" বলিয়া ধুলিতলে পড়ি লুটি' ! পিছন ফিরিয়া দেখি লাল–মুখ আজরাইলের ভাই, আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই !" টক্বর খেতে খেতে শেষে এই আসিঁয়া পড়েছি হেথা, খালেদ ! খালেদ ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা ! বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে বিবি–তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে ! হান্ফী ওহাবী ল⊢মজ্হাবীর তখনো মেটেনি গোল, এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল "তল্পী তোল্ !" ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত ! খালেদ ! খালেদ ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে তোমার পায়ের দুশ্মন-মারা দুটো পয়জারও হবে ?

খালেদ ! খালেদ ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু, তুমি নাই তাই ইসলাম আজ্র হটিতেছে শুধু পিছু। পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ আমামা অস্ত্র ছিল না ক' তবু দামামা ঢাকিত লাজ ! দামামা ত আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি, নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি ! খালেদ ! খালেদ ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি, ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হ'তে রাজি ! রীশ্–ই বুলন্দ, শেরওয়ানী, চোগা, তস্বি ও টুপি ছাড়া পড়ে না ক' কিছু, মুসলিম-গাছ ধ'রে যত দাও নাড়া !

হায় হায় হায়; কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে? দজ্জলা–ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে ! খর্জ্বর পেকে খোর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে আঙ্র–বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে। একরাশ শুখো আখরোট আর বাদাম ছাড়াতে লয়ে আঙুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবি-বৌএ ! জগতের সেরা আরবের তেজী যুদ্ধ–তাজির চালে বেদুইন-কবি সঙ্গীত রচি' নাচিতেছে তালে তালে ! তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন ! খালেদ ! খালেদ ! দেখ দেখ ঐ জ্বমাতের পিছে কা'রা দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্বহারা ! সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাত–শামিল নয়, উহাদের চোখে হিন্দের মত নাই বটে নিদ–ভয় ! পিরানের সব দামন ছিন্ন, কিন্তু সে সম্মুখে পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে ! তক্দীর বেয়ে খুন্ ঝরে ওই উহারা মেসেরী বুঝি'। ট'লে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি'। এক হাতে বাঁধা হেম–জিঞ্জীর আর এক হাত খোলা কী যেন হারামী নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা ! ও বুঝি ইরাকি ? খালেদ ! খালেদ ! আরে মজা দেখ ওঠ, শ্বেত–শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের মুঠো ! দু'হাতে দু'পায়ে আড়-বেড়ি দেওয়া ও কারা চলিতে নারে, চলিতে চাহিলে আপনার ভায় পিছন হইতে মারে। মর্দের মত চেহারা ওদের স্বাধীনের মত বুলি, অলস দু'বাজু দু'চোখে সিয়াহ্ অবিশ্বাসের ঠুলি ! শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ, তলওয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ ! খালেদ ! খালেদ ! মিস্মার ইল তোমার ইরাক শাম, জর্ডন নমে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম !

তেগ---তলওয়ার। সিয়াহ---কালো। মিসমার---ধ্বংস।

মাতম--শোক-ক্রন্দন। তান্ধি--ঘোড়া। মুয়ান্দ্রিন--নামান্দের জন্য আহ্বানকারী। পেরেশান--ক্লান্ত।

২১শে অগ্রহায়ণ, '৩৩

কষ্ণানগর

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের, চাই না মেহ্দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শম্শের।

খালেদ ! খালেদ ! জজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি ! মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরী ঘুম ? খালেদ ! খালেদ ! মাজার আঁকড়ি' কাঁদিতেছে মজলুম।

খালেদ ! খালেদ ! দুখারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার ! জ্রুং ধরেনি ক' কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে, হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে ! খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনৈ কন্ত. জুলফিকার সে দুখান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু ! তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব ? হাত গেছে বলে হাত–যশও গেল ? গম্প এ অভিনব ! খলেদ ! খালেদ ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি, কত হামজারে মারে যাদুকরী, দেশে দেশে ফেরে উড়ি ! ও কারা সহসা পর্বত ভেঁঙে তুহিন স্রোতের মত্ত, শত্রুর শিরে উন্যুদবেগে পড়িতেছে অবিরত ! আগুনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে, শির মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার পরে, শক্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে ! খালেদ ! খালেদ ! সর্দার আর শির পায় যদি মুর খাসা জুঁতা তারা করিবে তৈরী খাল দিয়া শক্রর ।

নব ঋত্বিক নবযুগের ! নমস্কার ! নমস্কার ! আলোকে তোমার পেনু আভাস নওরোজের নব ঊষার ! তুমি গো বেদনা–সুন্দরের দর্দ্-ই-দিল্, নীল মানিক, তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো ধ্বনিল সাম বেদনা–ঋক্। হে উদীচি ঊষা চির–রাতের, নরলোকের হে নারায়ণ ! মানুষ পারায়ে দেখিলে দিল্ — মন্দিরে দেব–আসন। শিল্পী ও কবি আজ দেদার ফুলবনের গাইছে গান, আসমানী–মৌ স্বপনে গো সাথে তাদের কর নি পান। নিঙাড়িয়া ধুলা মাটির রস পিইলে শিব নীল আসব, দুঃখ কাঁটায় ক্ষতি হিয়ার তুমি তাপস শোনাও স্তব। স্বর্গভ্রন্ট প্রাণধারায় তব জটায় দিলে গো ঠাই. মৃত সাগরের এই সে দেশ পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই পায়ে দলি' পাপ সংস্কার খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার, শুনাইলে বাণী, "নহে মানব — গাহি গো গান মানবতার।

শরৎচন্দ্র চণ্ডবৃষ্টি-প্রণাত হল

মনষ্যত্ব পাপী তাপীর হয় না লয়, রয় গোপন, প্রেমের যাদু–স্পর্শে সে "লভে অমর নব জীবন !" নির্মমতায় নর-পশুর হায় গো যার চোখের জল বুকে জ'মে হ'ল হিম-পাষাণ, হ'ল হৃদয় নীল গরল ; প্রখর তোমার তপ–প্রভায় বুকের হিম গিরি–তুষার — গলিয়া নামিল প্রাণের চল, হ'ল নিখিল মুক্ত-দ্বার। শুদ্র হ'ল গো পাপ-মিলন শুচি তোমার সমব্যথায়, পাঁকের উর্ধ্বে ফুটিল ফুল শঙ্কাহীন নগুতায় ! শাস্ত্র–শকুন নীতি–ন্যাকার রুচি-শিবার হটরোল ভাগাড়ে শ্বাশানে উঠিল ঘোর, কাঁদে সমাজ চর্মলোল ! উধ্বে যতই কাদা ছিটায় হিংসুকের নোংরা কর, সে কাদা আসিয়া পিড়ে সদাই তাদেরি হীন মুখের 'পর ! চাঁদে কলম্ব দেখে যারা জ্যোৎস্না তার দেখে নি, হায় ! ক্ষমা করিয়াছ তুমি,ু তাদের লজ্জাহীন বিজ্ঞতায় ! আজ যবে সেই পেচক–দল শুনি তোমার করে স্তব, সেই ত তোমার শ্রেষ্ঠ জয়, নিন্দুকের শঙক-রব !

ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির 'ইতি গজের'' করুক ভান ! সব্যসাচী গো, ধর ধনুক — হান প্রখর অগ্নিবাণ ! 'পথের দাবী'র অসম্মান হে দুর্জয়, কর গো ক্ষয় ! দেখাও স্বৰ্গ তব বিভায় এই ধুলার উধ্বে নয় ! দেখিছ কঠোর বর্তমান. নয় তোমার ভাব-বিলাস. তুমি মানুষের বেদনা–ঘায় পাও নি গো ফুল-সুবাস। তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন নর ধরার জীবন-বেদ. কর নি মানুষে অবিশ্বাস দেখিয়া পাপ পন্ধ ব্ৰেদ। পঙ্গবিলাস নয় তোমার পাও নি তাই পুষ্প–হার, বেদনা–অসেনে বসায়ে অজ করে নিখিল পূজা তোমার ! অসীম আকাশে বাঁধ নি ঘর হে ধরণীর নীল দুলাল ! তব সাম–গান ধুলামাটির র'বৈ অমর নিত্যকাল ! হয় ত আসিবে মহাপ্রলয় এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন সব যাবে শুধু র'বে তোমার অশ্রুজন অন্তহীন। অথবা যেদিন পর্ণতায় সুন্দরের হবে বিকাশ. সে দিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই তবু দুখের দীর্ঘশ্বাস। মানুষের কবি ! যদি মাটির এই মানুয বাঁচিয়া রয় — র'বে প্রিয় হয়ে হাদি–ব্যথায়, সর্বলোক গাহিবে জয় !

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে, জরা জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর–বেশে। মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে, মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ–শর্বরী॥

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্ব শিরে ধরি' কড়ের বন্ধু, আধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

যখন জ্ঞালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই, নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই; আজো নম্রুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই, আনন্দ–দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প–মঞ্জরী॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বন্ধ্র শিরে ধরি' ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

নব জীবনের ফোরাত–কূলে গো কাঁদে কারবালা ত্ঞাতুর, উর্ধ্বে শোষণ–সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা–মরুর। ঘিরিয়া যুরোপ–এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর, এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি'॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্ব শিরে ধরি' ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

মোদের পথের ইচ্চিত ঝলে ধাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে, মরু–পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে, মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে, দীপ–শলাকার মত্ত মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি'।।

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বন্ড্র শিরে ধরি' ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীধে ডাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী।।

তরুবের গান

যে দুর্দিনে নেমেছে ব্যদল তাহারি বন্দ্র শিরে ধরি' ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ডাঙা তরী॥

নুতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে। ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে–দিন জয়–রথে আমরা হাসিব দূর তারা–লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্রারি'।৷

যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বন্ধু শিরে ধরি' ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

অ-নামিকা

কোন নামে হায় ডাকব তোমায় নাম–না–জানা অ–নামিকা। জলে স্থলে গগন–তলে তোমার মধুর নাম যে লিখা॥ গ্রীম্মে কনক–চাঁপার ফুলে তোমার নামের আভাস দুলে, ছড়িয়ে আছে বকুল মূলে তোমার নাম হে ক্ষণিকা॥

বর্ষা বলে অশ্রুজ্জলের মানিনী সে বিরহিণী। আকাশ বলে, তড়িত লতা, ধরিত্রী কয় চাতকিনী !' আষাঢ় মেথে রাখলো ঢাকি নাম যে তোমার কাজল আঁখি, শ্রাবণ বলে, জুঁই বেলা কি ? কেকা বলে মালবিকা॥

শারদ–প্রাতে কমলবনে তোমার নামের মঁধু পিয়ে বাণীদেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুণ্ গুণিয়ে !

> তোমার নামের মিলমিলিয়ে ঝিল ওঠে গো ঝিলমিলিয়ে আশ্বিন কয়, তার যে বিয়ে গায়ে হলুদ শেফালিকা।৷

নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া ঘনায়, করুণ আকাশ গলে তোমার নমে ঝরে নীহার কণায়।

বিশ্ব রমা সৃষ্টি জুড়ে ত্যেমার নামের আরাধনা জড়িয়ে তোমার নামাবলী হৃদয় করে যোগসাধনা। তোমার নামের আবেগ নিয়া সিন্ধু ওঠে হিল্লোলীয়া সমীরণে মর্মরিয়া ফেরে তোমার নাম — গীতিকা।।

তোমার নামের শত–নোরী বনভূমির গলায় দোলে জপ গুনেছি তোমার নামের মুর্ছমুহু কুহুর বোলে। দুলালচাঁপার পাতার কোলে তোমার নামের মুকুল দোলে কৃষ্ণচূড়া, হেনা বলে, চির চেনা সে রাধিকা॥

ছায়া পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা, হ্রান মাধুরী ইন্দুলেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা। তোমার নামে হয়ে উদাস ধুমল হোলো বিমল আকাশ কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস কোথায় সুদুর নীহারিকা॥

আমন ধানের মঞ্জরিতে নাম গাঁথা যে ছন্দ গীতে হৈমন্তী ঝিম্ নিশীথে তারায় জুলে নামের শিখা॥

ইন্টারনেট.কম

মাটির নিচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি', শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তা'রা উঠল বেঁচে নতুন করি'। সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন–হোলি, বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি !

জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে, এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রা-কাতর কাহার ঘরে ? তড়িৎ ত্বরা দেয় ইশারা, বন্ধ্র হেঁকে যায় দরজায়, জাগে আকাশ, জ্বগে ধরা-ধরার মানুষ কে সে ঘুমায় ?

---ওরে ও শীর্ণা নদী. —আজিও ত্রেমনি করি' দু'তীরে নিরাশা–বালুচর লয়ে জ্রাগিবি কি নিরবধি ? আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে নব-যৌবন-জল-তরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না ? ভারত–ভাগ্য ভরি'। নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই র'বি চির–ক্ষীণা ? আকাশ ভাঙিয়া তেমনি বাদল ভরা আদরের বরিষণ এসে বারে বারে তোর কূলে ঝরে সারা দিনমান, জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে? দিন না ফুরাতে দিনের সূর্য দুই কূলে বাঁধি' প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাষ্টিবার ভয়ে মেঘে হ'ল অবসান ! আকাশের পানে চেয়ে র'বি তুই শুধু আপনারে লয়ে ? আকাশে খুঁজিছে বিজ্ঞলি–প্ৰদীপ, ভেঙে ফেল্ বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল খোজে চিতা নদী-কলে. তা'রে বুকে লয়ে দুলে ওঠ্ তুই যৌবন–টলমল। কার নয়নের মণি হারায়েছে প্রস্তর-ভিরা দুই কূল তোর ভিসে যাক্ বন্যায়, হেথা অঞ্চল খুলে। হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুষমায়। বজ্বে বজ্বে হাহাকার ওঠে, – একবার পথ ভোল, খেয়ে বিদ্যুৎ–কশা দুর সিন্ধুর লাগি' তোর বুকে জাগুক মরণ–দোল ! স্বর্গে ছুটেছে সিন্ধু-ঐরবিত দীর্ঘশ্বসা। ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে স্বর্গ করেছে চুরি, অভিযানে চলে ধরণীর সেনা, অশনিতে বাজে তুরী। ধরণীর শ্বাস ধুমায়িত হ'ল পৃঞ্জিত কালো মেঘে, চিতা–চুল্লীতে শোকের পাবক নিভে না বাতাস লেগে। শ্বাশানের চিতা যদি নেভে, তবু জ্বলে স্মরণের চিঁতা, এ-পারের প্রাণ-স্নেহরসে হ'ল ও-পার দীপান্বিতা।

যৌবন

় **তর্পণ** ধর্গীয় দেশবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিক শ্রান্ধ উপলক্ষে

–হতভাগ্যের জাতি, উৎসব নাই, শ্রাদ্ধ করিয়া কাটাই দিবস রাতি ! কেবলি বাদল, চোখের বরষা, যদি বা বাদল থামে — ওঠে না সূর্য আকাশে ভুলিয়া রামধুনও না নামে ! ত্রিশ জনে করে প্রীয়শ্চিন্ত ত্রিশ কোটির সে পাপ, স্বৰ্গ হইতে বর আনি, আসে রসাতল হতে শাপ ! হে দেশবন্ধু, ইয় ত স্বর্গে দেবেন্দ্র হয়ে তুমি জানি না কি চোখে দেখিছ পাঁপের ভীরুর ভারতভূমি ! মোদের ভাগ্যে ভাম্ফর সম উঠেছিলে তুমি তবু, বাহির আঁধার ঘুচালে, ঘুচিল মনের তম কি কভু? সূর্য–আলোক মনের আঁধার ঘোচে না, অশনি–ঘাতে ঘুচাও ঘুচাও জাতের লম্জা মরণ-চরণ-পাতে ! অমৃতে বাঁচাতে পারো নি এ দেশ. ওগো মৃত্যুঞ্জয়, স্বর্গ হইতে পাঠাও এবার মৃত্যুর বরাভয় ! ক্ষীণ শদ্ধার শদ্ধি-বাসরে কি মন্ত্র উচ্চারি' তোমারে তুষিব, আমরা ত নহি শ্রাদ্ধের অধিকারী ! শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে বীর অনাগত তা'রা — স্বাধীন দেশের প্রভাত–সূর্যে বন্দিবে তোমা' যারা !

দৃন্দুডি তোর বাজল অনেক অনেক শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর, মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে মখর আজি পূজার আসর, — কৃন্তকর্ণ দেবতা ঠাকুর জাগবে কখন সেই ভরসায় যুদ্ধভূমি ত্যাগ ক'রে সব ধন্না দিলি দেব্–দরজায়। দেব্তা-ঠাকুর স্বর্গবাসী নাক ডাকিয়া ঘুমান সুখে, সুখের মালিক শোনে কি — ক কাঁদছে নিচে গভীর দুখে। হত্যা দিয়ে রইলি প'ড়ে শক্র হাতে হত্যা-ভয়ে, কর্বি কি তূই ঠুঁটো ঠাকুর জগরাথের আশিস লয়ে। দোহাই তোদের ! রেহাই দে ভাই উচুর ঠাকুর দেব্তাদেরে, শিব চেয়েছিস্ — শিব দিয়েছেন তোদের ঘরে খণ্ড ছেডে। শিবের জটার গঙ্গাদেবী বয়ে বেডান ওদের তরী. বন্দা তোদের রম্ভা দিলেন ওদের দিয়ে সোনার জরি ! পূজার থালা বয়ে বয়ে 💿 যে হাত ত্যোদের হ'ল ঠুটো, সে হাত এবার নিচু ক'রে টান না পায়ের শিক দুটো !

নগদ কথা

ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম–পুরে আসি' নতুন করে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি ! নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় প'ড়ে, গলায় ত্তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চ'ড়ে, এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা, এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা। কর্ষণে যার পাতাল হ'তে অনুর্বর এই ধরা ফুল–ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে আসে আঁচল–ভরা, কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব–পূজার ফুল — জানিয়ে দে তুই মন্ত্র–ঝষি, ভাঙ রে তাদের ভুল !

আবার তারা দিবে নারে ভয়ের সাগর পাড়ি। ভিতর হ'তে যাদের আগল শক্ত ক'রে আঁটা "দ্বার খোল গো" ব'লে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা। ভোল্ রে এ পথ ভোল্, শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জ্বাগর–ডঙ্কা–রোল !

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,

জেগে যারা ঘূমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি ! ঘুমায় যারা মখ্মলের ঐ কোমল শয়ন পাতি' অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি । আমরা–সুখের নিদ্রা তাদের ; তোর এ জাগার গান ছোঁবে না ক' প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান !

জাগরণ

ফুটো তোর ঐ ঢক্কা-নিনাদ পলিটিব্বের বারোয়ারীতে — দোহাই থামা ! পারিস্ যদি পড় নেমে ঐ লাল-নদীতে। শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে গয়া সবাই পেলি ক্রমে, একটু দূরেই যমের দুয়ার ' সেথাই গিয়ে দেখ্ না ভ্রমে !

নাচায় মোর মন অধীর দিন দিন ২ রবজ্ "মসতফ আলন মসতফ আলন মসূতপ আলুন মসূতফ আলুন। বিল্কুল নদীর মন আজ অধীর

টান মেরে ফেল্ মুখোস তাদের, নখর দস্ত লয়ে বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে ! তারই দানব অত্যাচারী — যারা মানুষ মারে, সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মার্তে ডরাস্ কারে? এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা ! নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশি, স্বর্গ-রানী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী।

বর্বরদের অনূর্বর ঐ হৃদয়–মরু চ'যে ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে ব'সে। বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা রসাতলে পশ্বে মানুয–পশুর ভয়ে তারা? তাদেরই ঐ বিত্যড়িত বন্য পশু আজি মানুষ–মুখো হয়েছে রে সভ্য–সাজে সাজি'।

আরবি ছন্দের কবিতা

আিরবি ছন্দ যেমন দুরহ, তেমনি তড়িৎ-চাঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমুকে-ওঠা ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রক্ষমের নয়, -- তা একটু বেশি মন দিয়ে দেখলে বা পড়লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবি ছন্দ-সৃত্তের যেখানে যেখানে × চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে

'মফা আয়লন মফা আয়লন

মফা আয়লুন মফা আয়লুন।"

কাঁকন-কম্পন আকুল কনকন

কটির কিন্ধিণ চুড়ি শিঞ্জিন বাজায় রিন ঝিন ঝিনিক রিন রিন।

১ হজয।

সৃত্র :

হবে।]

ছল্ছল্ দু'ভীর চঞ্চল্ অথির।	বর্ষার মাতন প্রাণ্ উন্মাদন, ঝঞ্জার কাঁদন শন্শন্ গতির	৫. সূত্র :	ু সরীএ। "মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্ মফ্ উলাতুন।" লাকস্ম বেশক
৩, রমল্ সূত্র: { * ফা এলাতুন্ সূত্র: { * ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্	× × ফা এলাতুন × × ফা এলাতুন।"		লোকজন বেবাক একদম অবাক এম্নি গান গায় ! কণ্ঠের গমক্ চম্কায় চমক্ বিজ্লি ঝঞ্ঝায়।
খামথা হাঁসফাঁস দীর্ঘ নিশ্বাস, নাই রে নাই আশ মিথ্যা আশ্বাস। × ৪, মোতা কারেব্।	হাস্তে প্রাণ চায়, অম্নি হায় হায় বাজ্লো বেদ্নায় ক্রদন উচ্ছাস।	৬. সূত্র :	× খফীফ্। × × "ফাএলাতুন, মোস্তাফ্ আলুন * × ফাএলাতুন,।" আস্লো ফাল্গুন আস্মান জমিন হাস্লো বিল্কুল। গাইলো বুল্বুল শোন্ ওই অলস ওঠ রে খিল্ খুল্।
× × ফাউলুন ফাউলুন সূত্র : { ফাউলুন ফাউলুন ফাউলুন ফাউলুন কলস-জল ! আবার বল্ ছলাৎ ছল্ !	রিনিক ঝিন্ রিনিক ঝিন্ রিনিক রিন্ বলুক ফিন্ কাকন মল।	۹. भूबः {	মষ্তস্। * মস্তফ্ আলুন্ ফাএলাতুন্। * * মস্তফ্ আলুন ফাএলাতুন্।" সই তুই গুধাস — কেমন কই হায়, প্রাণ্ মন্ উদাস কোন্ সে বেদ্নায়। উম্মন্ হিয়ার ক্লান্ত ক্রলন্ কোন্ মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়।

^৮ . সূত্র :	মোজারানা। × × × মফাআয়লুন্ — ফাএলাতুন্ × × × মফাআয়লুন্ — ফাএলাতুন্।	কানের তার দুল্ দোদুল্ দুল্ দুল্ কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্ ? দুলের লাল্চায় গালের লাল ছায় শরম পায় গাল নধর তুল্তুল্ ! × ১১. মোতদারিক
	ডাগর চোখ তোর বিজ্লি চঞ্চল,	× ×
	কাহার চিন্তায় কান্না ছলছল ?	्र ফাএলুন্ ফাএল <u>ু</u> ন্
	হিঙুল্ লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুর,	সূত্ৰ: × ×
	অধর নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।	্ ফাএলুন ফাএলুন
		Store even
	×	তোর অথই মন মনট
2.	কামেল্ ।	মন যতই জিন্তে চাই
	×	-সই ততই
	∫ মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্	পাইনে থই,
সূত্র :		পাইনে থই।
	`মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্।	মন শুধায়
	কুহু–্তান মদির	কই সে কই ?
	করে প্রাণ অধীর,	
	জেগে ওঠ অলস	×
	চেয়ে দ্যাখ বধির !	১২, তবীল।
		× × × • क्योलन आकार्यातन
	্ৰমন-আগুন দ্বিগুণ	{ "ফউলুন্ মোফাআয়লুন্ সর :
	এ যে সেই ফাল্চ্র্ন	সূত্র : { × × ফউলুন মোফাআয়্লুন।"
	এ যে সেই বাসর	404.000
	মদন আর রতির !	চোখের জল !
so.		আবারে আয় ভাই, হিয়ায় মোর
	3×33, ×	সাহাগ তোর চাই।
	<u></u> মোফাআল্তুন মোফাআল্তুন্	তুহার তুল্ দরদ বুঝ্বার
সূত্র :		ু আপন জন
	`মোফাআল্তুন মোফাআল্তুন্	এমন কেউ নাই।।

<u>کې</u>	× মদীদ	বাদ্লা⊢থম্থম্ তায় থেরে নিশীথ,
	×× ×	মেঘলা মাঘ মাস
	ফাএলাতুন্ ফাএলুন্ !	ঁ হায় হায়, কি শীত ! শূন্য ঘর মোর
সূত্র :	ি ××	নাহ কেও দোসর —
		ঝুরছে বায় হায় — অন্তর তৃষিত ।
	হায়, এ কানার	463 9110 :
	নাইক শেষ, কই মা শান্তির	x
	কর্মা শাভিয় কোন সে দেশ ?	১৬ করীব। × × ×
	কোন্ সে দূর পথ	সূত্র : "মফাআলুন্ম ফাআলুন্ ফাএলাতুন্।"
	'অন্তে হায়	कीवन-ज़ाधन
	পান্থ–বাস যায়	প্রাণের বাধন —
	নাই মা ক্লেশ।	হায় সে কান্নাই। পেলেম আদর
		পেলেম সোহাগ
\$8.	বসীত।	মন্টি পাই নাই।
	x	×
	"মোস্তাফআলুন্ ফাএলুন্	১৭. যদীদ।
সূত্র :	· · · · X	x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X
-	মোস্তাফ্আলুন্ ফাএলুন্।"	সূত্র : "ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়লুন।"
		রুক্ত-লাল বুক
	কোন বন এমন শ্যাম শোভায়	সিক্ত চোখ মুখ সাম্পায় লোক ভাই।
	শাগন শোভার প্রাণ্–মন্ জুড়ায়	ী হাসায় লোক ভাই। ছিন্ন–কণ্ঠের
	চোখ ডুবায় ?	কান্না শুনবার
	বুলবুল ভোমর	` ধরায় কেউ নাই।
	ী চঞ্চল এমন্	১৮. মশাকেল্ ।
	আর কোপায় ?	সূত্র: "ফাএলাতুন মফাআয়লুন মফাআয়লুন।"
10		আজকে শেষ গ্রান
20.	भन्मतरः	ু বিদায় তারপর
	মফ্উলাতুন মস্তফ্আলুন্	বিদায় চাই ভাই !
সূত্র :	× ×	বেদনা সইতেই জনম যার, নাই
,	' মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্।"	শান্তি তার নাই !